উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এ,কে,এম, ফজলুর রহমান

এবং

বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং-৭৫৬৬/২০১০

মোঃ পিয়ার আলী

----Awfh³-দরখাস্তকারী|

বনাম

রাষ্ট্র ও অন্যএকজন

- অপরপক্ষগণ।

Rbve মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন খান, G¨vW‡fv‡KU

----Awfh³-দরখাস্তকারী পক্ষে।

জনাবা শাকিলা রওশন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল

--- অপরপক্ষের c‡¶|

শুনানী ও রায় প্রদানঃ ১৯ অক্টোবর,২০১১ খ্রিঃ

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

Bnv ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারার বিধান অনুযায়ী বিচারাধীন মামলার কার্যপ্রণালী অবমোচনের (Quash) প্রার্থনায় একটি আবেদনপত্র।

bvix I wkï wbhvZb `gb we‡kl UvBe¨bvj bs-1 মানিকগঞ্জে, (cieZx‡Z ïa UvBe¨bvj wnmv‡e AwfwnZ nB‡e) wePvivaxb bvix I wkï gvgjv bs-85/2007, hvnv মিস পিটিশন নং-২৪/২০০৭, aviv ১১(গ)/30 নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে শুধু আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) nB‡Z

D™Z, D³ gvgjvর বিচার কার্যপ্রনালী অবমোচনের নিমিত্তে অত্র আবেদন করিলে মাননীয় আদালতের একটি বিজ্ঞ দ্বৈত বেঞ্চ নিম্নোক্ত মর্মে রুল জারী করেনঃ

> "Let a Rule issue calling upon the Deputy Commissioner, Manikgonj and Opposite party No. 2 to show cause as to why the Proceeding of the Nari-O-Shishu Case No. 85 of 2007 arising out of Miscellaneous Petition Case No. 24 of 2007 under section 11(ga)/30 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended up to 2003) now pending in the court of Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal, Manikgonj should not be quashed and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.
>
> The Rule is made returnable within 4(four) weeks.
>
> This rule will be heard alongwith Criminal Appeal No. 5929 of 2008 analogously."

রুলটি wb®úwËi ¯v‡_ gvgjvi msw¶ß NUbv GB †h, ভিকটিম অভিযোগকারীনির এজাহার থানায় গ্রহণ না করার জন্য সরাসরি ট্রাইব্যুনালে মিস পিটিশন ২৪/২০০৭দায়ের করেন, যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ,-অভিযোগকারীনি ও তাহার পরিবারের লোকজন সহজ, সরল, নিরীহ প্রকৃতির শান্তি প্রিয় লোক। পক্ষান্তরে আসামীগণ পরস্পর আত্মীয়, একদলভূক্ত, পর ধনলোভী, যৌতুকলোভী, নারী নির্যাতনকারী লোক। ১নং আসামী তাহার স্বামী, ২-৩ নং আসামী ১নং আসামীর বড় ভাই, ৪-৬ নং আসামী ১নং আসামীর আপন চাচা এবং ৭নং আসামী ১নং আসামীর দাদা। ১নং আসামীর সহিত তাহার বিগত ইং ০৪/০২/১৯৯৮ তারিখে ইসলাম ধর্মের

বিধান মতে ও শরিয়ত মতে, ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে এবং রেজিস্ট্রীকৃত কাবিন মূলে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তাহার পিতা তাহার সুখের কথা ভাবিয়া ১নং আসামীকে বিবাহের কেনা কাটা করার জন্য নগদ ১৫,০০০/-টাকা, বিভিন্ন প্রকার আসবাবপত্র, মুল্যবান কাপড় চোপড়, ও অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র দেয়। বিবাহের পর ১ নং আসামীর সংসারে যাইয়া ১নং আসামীর সহিত স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে একত্রে ঘর সংসার করিতে থাকেন। ফলে তাহার গর্ভে ও ১নং আসামীর ঔরষে একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করে। বর্তমান বয়স অনুমান ৮ বৎসর হইবে। তাহার কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহনের পর ১নং আসামী সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ২-৩ নং আসামীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিতার নিকট হইতে ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা ধার হিসেবে নেয়। কিন্তু কথামত আর ফেরত দেয় নাই। উপরোক্ত সৌদি আরবে অবস্থানরত ১নং আাসামীর কথামত অন্যান্য আসামীগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির রাখার শর্তে বিবাহের পন হিসেবে তাহার পিতার নিকট হইতে পুনরায় ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা যৌতুক আনিয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করিতে থাকে। ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য আসামীগণ তাহাকে শিশু সন্তানসহ বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে থাকে এবং ১নং আসামীকে বাংলাদেশে আসার জন্য নিষেধ করে। সৌদিআরবে অবস্থানরত ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য আসামীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার কাগজে জোর পূর্বক তাহার স্বাক্ষর নেয় এবং উক্ত স্বাক্ষরযুক্ত কাগজ দ্বারা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সৃজন করে মর্মে তাহাকে হুমকি দেয়। অদ্য

হইতে প্রায় এক বৎসর পূর্বে ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য আসামীসগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির রাখার শর্তে বিবাহের পণ হিসেবে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা তাহার পিতার নিকট হইতে যৌতুক আনিয়া দিতে বলিলে তাহার পিতার যৌতুক প্রদানের অপারগতার কাথা জানাইলে ১নং আসামীর কথামত অন্যান্য সকল আসামীগণ তাহাকে অমানসিক মার পিট করিয়া বিভিন্ন কাগজ পত্রে জোর পূর্বক স্বাক্ষর রাখিয়া সমস্ত কিছু কাড়িয়া রাখিয়া শিশু কন্যাসহ এক বস্ত্রে তাড়াইয়া দেয়। তখন নিরুপায় হইয়া শিশু কন্যাসহ পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পিতা ও মুরব্বিদের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলেন। তাড়াইয়া দেওয়ার পর অন্যান্য আসামীগণ ১নং আসামী কর্তৃক তালাক দেওয়ার হুমকি দিলে তাহার পিতা সিংগাইর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন, যাহার নং ১০৬ তাং ০৩/১১/২০০৬ ইং। কয়েকদিন পূর্বে ১নং আসামী সৌদি আরব হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার পিতা ও মুরব্বীগণ বিষয়টি মীমাংসা করিয়া তাহার স্বামীর সংসারে দেওয়ার জন্য আসামীদেরকে দাওয়াত করিলে ঘটনার তারিখ ও সময়ে আসামীগণ তাহার পিতার বাড়ীতে আসিয়া কতক সাক্ষীগণের মোকাবেলায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থির রাখার শর্তে বিবাহের পন হিসাবে তাহার পিতার নিকট ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা যৌতুক দাবী করে। তাহার পিতা ও কতক সাক্ষীগণ যৌতুক প্রদানে অপারগতার কথা জানাইয়া আসামীদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝ প্রবোধ দিতে থাকিলে আসামীগণ ক্ষিপ্ত হইয়া বলে যে, তাহাদের দাবীকৃত বিবাহের পন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা যৌতুক না দিলে তাহারা আর অভিযোগকারীনিকে সংসারে নিবে না, প্রয়োজনে তালাক দেওয়াইয়া ১নং আসামীকে অন্যত্র বিবাহ করাইবে এই কথা বলিয়া

উত্তেজিত হইয়া আসামীগণ চলিয়া যাইতে থাকিলে অভিযোগকারীনি ১নং আসামীর পা জড়াইয়া ধরিলে ১নং আসামী তাহার বুকে সজোরে লাথি মারিয়া চিৎ করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া জিnŸv বাহির করিয়া ফেলে ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যার চেষ্টা করে। তখন অন্যান্য আসামীগণ তাহাকে কিল, ঘুষি ও লাথি মারিতে থাকে ও চুল ধরিয়া টানা হেচড়া করে। তাহার ডাক চিৎকারে আশ পাশের লোকজন ও কতক সাাক্ষীগণ আগাইয়া আসিলে আসামীগণ তাহাকে তালাক দেওয়ার হুমকি দিয়া চলিয়া যায়। আসামীদের মার পিটের ফলে অসুস্থ হইলে তাহার পিতা ও কতক সাক্ষীগণ তাহাকে স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করায়। ডাক্তারী চিকিৎসায় সুস্থ হইয়া বিগত ইং ৩০/০১/০৭ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল অনুমান ১০ টার সময় তাহার পিতা ও কতক সাক্ষীদের লইয়া সিংগাইর থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা করিতে গেলে সিংগাইর থানার পুলিশ কর্মকর্তা তাহার মামলা না নিয়া তাহাকে বিজ্ঞ কোর্টে মামলা করিতে বলে। থানা কর্তৃপক্ষ তাহার মামলা না নেওয়ায় নিরুপায় হইয়া অত্রাকারে বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করিলেন। ঘটনা প্রমাণে যথেষ্ট সাক্ষী প্রমাণ আছে। ডাক্তারী চিকিৎসার কারণে ও থানা কর্তৃপক্ষ মামলা না নেওয়ায় অত্র মামলা দায়েরে সামান্য বিলম্ব হইল।

অতঃপর ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীনির উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির পর তাহা তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত করিয়া ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখে অভিযোগকারীনির অভিযোগ সত্য নহে মর্মে এক প্রতিবেদন দাখিল করেন। কিন্তু অভিযোগকারীনি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজীর আবেদন করিলে

তৎপরিপেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল মানিকগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘটনাটি বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রে.ট জনাব এস,এম, শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি গ্রহণ পূর্বক তাহা পর্যালোচনা সাপেক্ষে অভিযোগের সত্যতা পান নাই মর্মে ২২/০৪/২০০৭ ইং তারিখে বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপর ও অভিযোগকারীনির আবেদনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট এর উল্লেখিত ২২/০৪/২০০৭ ইং তারিখের অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রত্যাখান করিয়া সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনের ১১(গ)/৩০ ধারায় অভিযোগ আমলে নেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিলে দরখাস্তকারী ব্যতীত অন্যান্য অভিযুক্তগণ ট্রাইব্যুনালে আত্মসমপর্ণ করিয়া ০৫/০৭/২০০৭ ইং তারিখে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রাপ্ত হন।

উল্লেখ্য যে, অভিযুক্ত-দরখাস্তকারী কথিত মামলা দায়ের এর পূর্ব হইতেই সৌদি আরবে চাকুরী করিতেন, কথিত ঘটনার সময় দেখান হয় যখন দরখাস্তকারী ছুটিতে বাড়ী ছিলেন, তাহার ছুটি শেষ হওয়ার ফলে তিনি ০৩/০৬/২০০৭ ইং তারিখে সৌদি আরবে চলিয়া যান এবং ২৮/০৮/২০০৯ ইং তারিখে দেশে ফিরিয়া আসিয়া মামলার বিষয়ে প্রথমে জানিতে পারেন। তৎপর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আত্মসমর্পণ পূর্বক অন্যান্য অভিযুক্তদের দায়েরকৃত ফৌজদারী আপীল নং-৫৯২৯/২০০৮ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জামিনে মুক্তি আদেশ প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে দরখাস্তকারীর অবর্তমানে বিগত ২৭/০৭/২০০৮ ইং তারিখে দরখাস্তকারীসহ আরো ৬ জনের বিরুদ্ধে আইনের ১১(গ)৩০ ধারার অভিযোগ গঠন হয়।

অতঃপর অভিযুক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত কারণে আইনের বিধান অনুযায়ী আপীল করিতে না পারিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় দরখাস্ত দাখিল করিলে অত্র রুলের উদ্ভব।

রুলটি ïbvbxKv‡j Awfh³-`iLv¯Kvix c‡¶i weÁ AvBbRxex Rbve মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন খান i“‡ji ¯c‡¶ ‡Rvivj e³e¨ Dc¯vcb Kwiqv wb‡e`b K‡ib †h, Bnv ¯xKZ †h, Awf‡hvMKvixwbi m‡½ 1bs `iLv¯Kvixi †iwR÷xKZ Kwebg‡j 04/02/1998 Bs Zwi‡L Bmjvgx kwiqZ †gvZv‡eK weevn nq এবং Zvnv‡`i GKwU Kb¨v mšvb Av‡Q। wKš 1bs `iLv¯Kvix †mŠw` Avie _vKvKvjxb Awf‡hvMKvixwb Zvnv‡K 07/01/2004 Bs Zwi‡L ZvjvK c`vb K‡ib Ges 10/05/2004 Bs Zwi‡L GKB mwK‡bi 5 bs Awfh³ AvBqe Avjxi cÎ †gvt Av‡bvqvi †nv‡mb‡K †iwR÷x Kwebg‡j weevn K‡ib| `iLv¯Kvixi m‡½ m¤úK bv _vKv m‡ZI wg_¨v Awf‡hv‡Mi wfwË‡Z D³ gvgjv `v‡qi Kwiqv‡Qb| hvnv wmsMvBi _vbvi fvicvß KgKZv KZK Z`‡š †hgb wg_¨v cgwYZ nBqv‡Q । †ZgbB UvBe¨bv‡ji wb‡`‡k gwbKM‡Äi c_g †kYxi g¨wR‡÷U Gi wePvi wefvMxq Aনুসন্ধানে ও wg_¨v cgwYZ nBqv‡Q, †mB Abhvqx `BwU Z`š cwZ‡e`‡b NUbvi mZ¨Zv bv _vKv m‡Ë¡I UvBe¨bvj `iLv¯Kvixmn Ab¨vb¨ Awfh³‡`i wei“‡× Awf‡hvM MVb Kwiqv‡Qb, hvnv অযৌক্তিক আইনের অপপ্রয়োগ ও b¨vq wePv‡ii cwicšx| weÁ AvBbRxex Av‡iv wb‡e`b K‡ib †h, `iLv¯Kvixi wei“‡× Awf‡hvMKvixwbi Awf‡hvM ev‡bvqvU, wg_¨v, wfwËnxb এবং AvB‡bi 11(M)/30 avivi Aপরাধের †Kvb Dcv`vb-

DcKiY Awf‡hvMKvixwbi bwjkx `iLv‡¯ D‡b¥wPZ nq bvB; AwaKš cwjk cwZ‡e`b Ges wePvi wefvMxq AbmÜvb cwZ‡e`‡bI Kw_Z NUbvi cv_wgK mZ¨Zvr †Kvb mv¶¨ cgvY cvIqv hvq bvB weavq b¨vq wePv‡ii ¯v‡_ AvB‡bi Acc‡qvMI Ace¨envi †ivamn weÁ Av`vj‡Zi gj¨evb mgq †¶cY bv nIqvi mwe‡ePbvi wbixc¶ gvgjvi Kvh cYvjxi Ae‡gvPb (Quashing) হওয়া আইনানুগ বলিয়া তিনি নিবেদন করেন, Ab¨_vq Awfh³-দরখাস্তকারী Ah_v nqiwbসহ চরম ¶wZM¯ nB‡eb|

Ab¨w`‡K 1bs অপর c‡¶ weÁ †WcwU G¨vUbx †Rbv‡ij Rbvev kwKjv ilkb ïbvbxKv‡j i“‡ji Pig we‡iwaZv Kwiqv e³e¨ Dc¯vcb K‡ib †h, bwjkx `iLv¯ `‡ó Aciv‡ai cv_wgK mZ¨Zv cgwbZ nBqv‡Q Ges mwweK we‡ePbvq UvBe¨bv‡ji weÁ wePviK `iLv¯Kvixmn Av‡iv 5 R‡bi wei“‡× AvB‡bi 11(M)30 avivq UvBe¨bvj h_v_B Awf‡hvM MVb Kwiqv‡Qb, Awf‡hvM MV‡bi Av‡`‡k †`Lv hvq `iLv¯Kvix cjvZK ছিলেন Zvnv‡ZB NUbvi mZ¨Zvi Bw½Z enb K‡i weavq `iLv¯Kvixi wei“‡× Aciv‡ai Awf‡hvM cv_wgK `wó‡Z cgwbZ, ZvB †dŠR`vix Kvhwewai 561G avivi weavcb gvgjvi mZ¨তা wbi¡cb Kivi †Kvb AeKvk bvB, hZ¶ণ bv mv¶xmve` Av`vj‡Z Zvnv‡`i mv¶¨ c`vb bv Kwi‡e, GgZve¯vq `iLv¯Kvixi `iLv¯ GB cwiw¯wZ‡Z we‡ePbvi †Kvb সুযোগ bvB weavq b¨vq wePv‡ii ¯v‡_ i“jwU LwiR nB‡e|

আমরা অভিযোগকারীনির নালিশী দরখাস্ত সিংগাইর থানার এস,আই, মোঃ আনোয়ার হোসেন এর তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এস,এম, শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম এর বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদন, bw_‡Z msiw¶Z Ab¨vb¨ Z_¨-DcvË wbweofv‡e wePvi we‡klY I সতর্কভাবে gj¨vqb Kwijvg| Aভিযোগকারীনির নালিশের মূল বক্তব্য হইতেছে "২৭/০১/২০০৭ ইং তারিখ সকাল ১০ ঘটিকার সময় ৫০,০০০/- টাকা যৌতুক না দিলে অভিযোগকারীনিকে আর সংসারে নিবেনা প্রয়োজনে তাহাকে তালাক দিয়া ও দেওয়াইয়া দরখাস্তকারীকে অন্যত্র বিবাহ করাইবে। এই কথা বলিয়া উত্তেজিত হইয়া আসামীগন চলিয়া যাইতে থাকিলে অভিযোগকারীনি দরখাস্তকারীর পা জড়াইয়া ধরিলে দরখাস্তকারী তাহাকে বুকে সজোরে লাথি মারিয়া চিৎ করিয়া fRnï বাহির করিয়া ফেলে ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যার চেষ্টা করে। তখন অন্যান্য আসামীগণ তাহাকে কিল,ঘুষি ও লাথি মারিতে থাকে ও চুল ধরিয়া টানা হেচড়া করে।

ট্রাইব্যুনালের আদেশ মোতাবেক সিংগাইর থানার এস, আই মোঃ আনোয়ার হোসেন যে তদন্ত প্রতিবেদন ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখে দাখিল করেন তাহার সার সংক্ষেপ হইল; তিনি অভিযোগকারীনির অভিযোগটি সরেজমিনে তদন্তকালীন সময়ে অভিযোগকারীনির মানিত সাক্ষী সহ এলাকার বিভিন্ন লোকজনদের গোপনে ও প্রকাশ্যে জিজ্ঞাবাদে অভিযোগকারীনির অভিযোগ এর কোন সত্যতার প্রমাণ পান নাই। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, দরখাস্তকারী পিয়ার আলী সৌদি আরব থাকাকালে অভিযোগকারীনি তাহাকে তালাক দিয়া একই সাকিনের অত্র মামলার

৫নং আসামী আইয়ুব আলীর ছেলে মোঃ আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উক্ত আনোয়ারের সঙ্গেও বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে বর্তমানে আবার দরখাস্তকারী পিয়ার আলীর সঙ্গে ঘর সংসার করার পায়তারা করিতেছে। দরখাস্তকারী পিয়ার আলী ২য় বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে। অত্র মামলার অভিযোগকারীনির ঘটনার বিষয়ে তাহার পিতা-মাতা ছাড়া কোন নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তদন্তকালে থানায় কর্মরত অফিসারদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় অভিযোগকারীনি কথিত অভিযোগ নিয়া থানায় কখনো আসেন নাই।

এই তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীনি নারাজির দরখাস্ত দিলে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক মানিকগঞ্জ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিষয়টি অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিলে উক্ত নির্দেশের আলোকে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস,এম, শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান পূর্বক নিম্মোক্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;-

> "বাদীসহ ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন সাক্ষীই বাদীকে যৌতুকের জন্য মারপিট করেছে তা বলেনি। তাছাড়া বাদী তাকে মেরেছে বললেও আসামী কি দিয়ে, কোথায়, কিভাবে মেরেছে তা বলে নি। সকল সাক্ষীই বলেছে, আসামী (দরখাস্তকারী) অন্যত্র বিয়ে করেছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় বাদী কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবীতে বাদীকে মারপিট করে গুরুতর জখমের অভিযোগের কথা কোন সাক্ষীই স্বীকার করেনি।
>
> সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় বাদী কর্তৃক আসামীদের বিরুদ্ধে যৌতুকের দাবীতে বাদীকে মারপিট করার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা নাই। বাদীর আনীত অভিযোগ মিথ্যা।"

তৎপর ও অভিযোগকারীনি উক্ত বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদন বাতিল পূর্বক সরাসরি মামলাটি আমলে গ্রহণের জন্য ১০/০৫/২০০৭ ইং তারিখে আবেদন করেন যাহার মূল বিষয়বস্তু হইতেছে; ম্যাজিস্ট্রেট আসামীদের অবৈধ বাধ্যবাধকতায় অভিযোগকারীনি ও তাহার সাক্ষীদের সাক্ষ্যসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া একটি মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন। যাহার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরাসরি অপরাধ আমলে নিয়া অভিযোগ গঠন করেন।

নথি দৃষ্টে প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীর সহিত অভিযোগকারীনির বিগত ইং ০৪/০২/১৯৯৮ তারিখে রেজিঃকৃত কাবিন মূলে বিবাহ হওয়ার পর দরখাস্তকারী চাকুরী লইয়া বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে অভিযোগকারীনি বিগত ইং ০৭/০১/২০০৪ তারিখে দরখাস্তকারীকে তালাক প্রদান পূর্বক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সহিত বিগত ১০/০৫/২০০৪ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত কাবিন মূলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং অভিযোগকারীনির সহিত ১নং দরখাস্তকারীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও অভিযোগকারীনি এই দরখাস্তকারীসহ অন্যান্যদের অযথা হয়রানী করার অসৎ উদ্দেশ্যে অত্র মিথ্যা ও হয়রানী মূলক মামলা করিয়াছেন।

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীনির নালিশী দরখাস্ত, মামলার নথিপত্র, এজাহার, একটি তদন্ত প্রতিবেদন, একটি বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অভিযোগকারীনি কর্তৃক দরখাস্তকারীকে তালাকসহ তাহার দ্বিতীয় তালাকের এবং নিকাহ নামার সার্টিফাইড কপি নথিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে, সেখানে অভিযোগ

গঠনের পূর্বে নথিতে সংরিক্ষত উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত বিষয়বলী অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সতর্কতার সহিত পর্যালোচনাসহ বিবেচনা পূর্বক গুরুত্বের সঙ্গে মুল্যায়ন করা ট্রাইব্যুনালের উচিৎ ছিল। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক তাহা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন এবং পরপর দুইটি প্রতিবেদনে অভিযোগকারীনির অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যেখানে পাওয়া যায় নাই সেখানে আইনের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ সহ আদালতের মূল্যবান সময় ক্ষেপণ হইতেছে কিনা তাহা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ ছিল।

Aœ রুলটি ইস্যুকালীন সময় অন্য অন্য সহ অভিযুক্তদের কর্তৃক আইনের ২৮ ধারায় দাখিলকৃত ফৌজদারী আপীল ৫৯২৯/২০০৮ এর সঙ্গে একত্রে শুনানীর আদেশ ছিল। সেখানে একই মামলায় অভিযুক্ত অন্য ৬ জন অভিযুক্তদের ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬৫সি ধারায় দরখাস্ত খারিজ করিয়া অভিযোগ গঠনের আদেশ চ্যালেঞ্জ করিয়া উক্ত আপীল দায়ের করিয়াছিলেন। উক্ত সহঅভিযুক্তদের ফৌজদারী কার্যবিধির দাখিল ২৬৫সি ধারার দাখিলীয় দরখাস্তে উপরোক্ত ঘটনাসহ তাহাদের সম্পৃক্ততা ছিল কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত ছিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক অভিযোগ গঠন করিয়াছিলেন যেখানে দরখাস্তকারী সম্পৃক্ততা ছিল কি ছিল না তাহাও বিস্তারিত বর্ণিত ছিল।

সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় অভিযোগকারীনি-২নং প্রতিবাদী তাহার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে ২০/০২/২০০৭ ইং তারিখের সিংগাইর থানার এস,আই, মোঃ আনোয়ার হোসেন অভিযোগটি সত্য নয় মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন, তাহার বিরুদ্ধে নারাজির ভিত্তিতে ট্রাইব্যুলান পুনঃবার বিচার বিভাগীয়

অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মানিকগঞ্জ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে প্রেরণ করিলে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এস,এম,শাহ হাবিবুর রহমান হাকিম অনুসন্ধান পূর্বক যে প্রতিবেদন প্রদান করেন তাহাও অগ্রাহ্য করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি আমলে নেন কিন্তু ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগটি আমলে নিতে পারিতেন এবং তদন্ত কিম্বা অনুসন্ধান পূর্বক অভিযোগ আমলে নেওয়া বা নাকচ করার ক্ষমতা ট্রাইব্যুনালকে আইনে প্রদান করা হইয়াছে, সেখানে প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন অগ্রাহ্যে ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগ আমলে নিতে পারেন কিন্তু দ্বিতীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারেন না। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য আইনের ২৭ নং ধারাটি পূর্ণাঙ্গ অনুদৃত হইল;

> "২৭।(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধরণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।
>
> (১ক) কোন অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযোগ দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া-(ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি অনুন্ধানের (ইনকুয়ারী) জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া সাত কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন;
>
> (খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবেন।

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কোন ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,

(ক) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত রিপোর্ট ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১)এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিংবা অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি নাকচ করিবেন;

(১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল, যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখ পূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যেখানে অপরাধীকে বা একাধিক অপরাধীর ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজনকে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান যে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন, সেই ট্রাইব্যুনালে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণের জন্য রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করা যাইবে এবং সেই ট্রাইব্যুনাল অপরাধটির বিচার করিবে।

(৩) যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার

> একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরণে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।"

ধারাটির বিষয়বস্তু হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয়বার অভিযোগটি অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করিয়া আইনের বিধানকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, যাহা তিনি পারেন না। অধিকন্তু অভিযোগকারীনির দরখাস্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগনামাটি আইনের ২৭ (১ক) উপধারা অনুযায়ী হলফনামা ছাড়াই দাখিল করিয়াছেন, যাহা আইন অনুযায়ী সরাসরি খারিজযোগ্য ছিল কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া ও ট্রাইব্যুনাল প্রথমে থানায় তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন, যাহার প্রতিবেদন অভিযোগকারীনির বিপক্ষে যাওয়ায় তাহার আবেদনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বার বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যাহা আইন বহির্ভূত ও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার বহির্ভূত ও বটে। এই ক্ষেত্রে ৫৮ ডিএলআর ২৫৩, এম মইনুল খান-বনাম-রাষ্ট্র মামলায় নজির এখানে প্রণিধানযোগ্য, সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Tribunal misconstrued the provisions of section 27 of the Nari-o-Shishu Nirjatan Ain, 2000 and thereby committed an error of law in passing the impugned order rejecting the inquiry report submitted by the Magistrate, 1st Class and directing the Additional District Magistrate Sylhet for holding "local inquiry" for the 2nd time though the Magistrate, 1st Class held the enquiry as per provision of section 27 and the aforesaid Ain does not provide for such inquiry for the 2nd time. "

যেখানে মামলার নথি দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, অভিযোগকারীনি ০৭/০১/২০০৪ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে তালাক প্রদান পূর্বক ১০/০৫/২০০৪ রেজিস্ট্রি কাবিন মূলে ৫ নং অভিযুক্তের ছেলে আনোয়ার হোসেনকে বিবাহ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী সৌদি আরব থাকাকালীন এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে দরখাস্তকারী অন্যত্র বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে, অধিকন্তু অভিযোগকারীনি কর্তৃক দরখাস্তকারীকে তালাকের কপি, তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের কাবিননামাসহ অন্যান্য তথ্য উপাত্ত নথিতে বিদ্যমান এক্ষেত্রে দরখাস্তকারী কর্তৃক অভিযোগকারীর প্রতি নালিশী দরখাস্তে বর্ণিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(গ)/৩০ অপরাধ সংগঠনের যৌক্তিক অবস্থান বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, অধিকন্তু যেখানে পর পর দুইটি তদন্ত প্রতিবেদনে ঘটনার প্রাথমিক সত্যতার সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায় নাই, সেখানে নথিতে সংরক্ষিত এই সকল বিষয়গুলি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সতর্কতার সহিত পর্যালোচনাসহ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা পূর্বক ট্রাইব্যুনালের মূল্যায়ন করা উচিৎ ছিল।

উপরোক্ত অভিমতের আলোকে আমরা নীতিগতভাবে একমত যে, মামলায় রক্ষিত যাবতীয় নথিপত্র নিবিড়ভাবে পর্যালোচনাসহ সর্বোচ্চ গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে আপাততঃ দৃষ্টিতে অভিযোগকারীনির আনীত অভিযোগের কোন তথ্য-উপাত্ত, উপাদান ও উপকরণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই, বিধায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালতের মূল্যবান সময় ক্ষেপণ, আইনের অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার রোধ কল্পে রুলটি এ্যাবসলিউট হওয়া উচিত এবং তাহাই ন্যায় বিচারের পরিপূরক, অন্যাথায়

দরখাস্তকারী অযথা হয়রানীসহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারা কথিত মামলার কার্যক্রম অবমোচন (Quashed) যোগ্য।

অতএব,

ফলাফল,

বর্ণিত অবস্থা, হেতুবাদ ও উল্লেখিত নজিরগুলির সিদ্ধান্তের আলোকে রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করা হইল। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, মানিকগঞ্জে, বিচারাধীন নারী শিশু মামলা নং-৮৫/২০০৭, যাহা মিস পিটিশন নং ২৪/২০০৭, ধারা ১১(গ)/৩০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ হইতে উদ্ভব, তাহার বিচার কার্যক্রম অবমোচন (Quashed) করা হইল এবং দরখাস্তকারীকে বর্ণিত মামলার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

আদেশের কপি ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হউক।

wePvicwZ G,†K,Gg, dRji ingvbt

Awg GKgZ|